215535 - সাধারণ মানুষরে উপর আবশ্যক স্থানীয় আলমেদরে তাকলীদ করা এবং তাদরে মতামতরে বাইরে না যাওয়া

প্রশ্ন

সাধারণ মুসলমিরে জন্য ফতোয়া জজ্ঞিসে করা এবং যে কোন আলমেরে উক্তি গ্রহণ করা কি জায়যে? নাকি তার উপর আবশ্যক হলো সে যে দশেে বাস করে সে দশেরে স্থানীয় আলমেদরে কাছে ফতোয়া জজ্ঞিসে করা?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

মানুষ তনি ভাগে বভিক্ত:

প্রথম ভাগ: মুজতাহদি আলমে। তনিি এমন ব্যক্তি যার কাছে কুরআন-হাদসিরে ভাষ্য থকেে সরাসরি বধিান নর্িণয় করার যোগ্যতা রয়ছে। এমন ব্যক্তরি জন্য অন্য কোন আলমেরে তাকলীদ করা জায়যে নয়। বরং তনিি তাঁর ইজতহিাদরে অনুসরণ করবনে; সটেি তার যামানার আলমেদরে অভমিতরে মোতাবকে হোক; কংিবা বরিোধী হোক।

দ্বতিীয় ভাগ: ইলমে দ্বীন চর্চায় অভজ্ঞি তালবিুল ইলম। যার এমন অভজ্ঞিতা হয়ছে যে, তনিি আলমেদরে মতভদেপূর্ণ উক্তগিুলোর মাঝে প্রাধান্য দয়োর যোগ্যতা রাখনে; যদওি তনিি ইজতহিাদরে স্তরে না পৌঁছে থাকনে। এমন ব্যক্তরি জন্যওে কোন আলমেরে তাকলীদ করা আবশ্যকীয় নয়। বরং তনিি আলমেদরে মতামতগুলোর মধ্যে তুলনা করে নজিরে কাছে যটোকে অগ্রগণ্য মনে হয় সটোর অনুসরণ করবনে।

তৃতীয় ভাগ: সাধারণ মানুষ। যাদরে কাছে যথষ্টে শরয়ি ইলম নাই; যার মাধ্যমে তারা আলমেদরে মতভদেগুলোর মাঝে প্রাধান্য দয়োর যোগ্য হবনে। এ শ্রণেীর লোকদরে পক্ষে কুরআন-হাদসিরে ভাষ্য থকেে বধিান নর্িণয় করা সম্ভবপর নয়, আলমেদরে মতভদেগুলোর মধ্যে প্রাধান্য দয়োও সম্ভবপর নয়। তাই তাদরে উপর আবশ্যক হলো আলমেদরেকে জজ্ঞিসে করা এবং তাদরে মতামতরে অনুসরণ করা। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "তোমরা আলমেগণকে জজ্ঞিসে কর; যদি তোমরা না জান।"[সূরা নাহল, ১৬: ৪৩]

তাদরে উপর আবশ্যক তাদরে সমকালীন আলমেদরে তাকলীদ করা; বরং তাদরে স্থানীয় আলমেদরে তাকলীদ করা। যাতে করে তাদরে জন্য এমন কোন পথ না খোলা হয় যে, তারা আলমেদরে অভমিতগুলোর মধ্য থকেে যটো খুশি সটোর অনুসরণ করবনে;

অথচ অভমিতগুলোর মধ্যে প্রাধান্য দয়োর যোগ্যতা তাদরে নইে। তারা সবসময় সহজ ও তাদরে প্রবৃত্তরি মোতাবকে অভমিতটি বাছাই করে নবি। এর পরণিততিে ব্যাপক মতভদে ও মতপার্থক্য সংঘটতি হবে এবং মানুষ একটু একটু করে দ্বীনি বধিি-বধিান থকেে মুক্ত হতে থাকব।

আলমেগণ এই তনি প্রকার মানুষরে কথা সুস্পষ্টভাবে উদ্ধৃত করছেনে। প্রথম ও দ্বতিীয় প্রকার মানুষরে কথা 'আল-তুফী' তাঁর 'মুখতাছারুর রাওযা' গ্রন্থে (৩/৬২৯) বলনে:

"যদি কোন মুজতাহদি আলমে ইজতহিাদ করনে এবং তার প্রবল ধারণা হয় য, এটাই বধিান তার জন্য অন্য কারো তাকলীদ করা সর্বসম্মতক্রিমে নাজায়যে। অর্থাৎ এতে কোন দ্বমিত নইে।

আর যে ব্যক্তি কোন বধিান নয়িে এখনও ইজতহিাদ করনেনি; তবে ইজতহিাদ করার যোগ্যতা থাকার কারণে নকিটবর্তী শক্তি প্রয়োগ করে তনিি নজিে বধিানটি জানতে সক্ষম তার জন্যওে অন্যরে তাকলীদ করা নাজায়যে। সইে অন্য তার চয়েে বশেি জ্ঞানী হোক কংিবা কম জ্ঞানী হোক; সাহাবীদরে কউে হোক কংিবা অন্য কউে হোক।[সমাপ্ত]

আর তৃতীয় শ্রণেী হচ্ছে সাধারণ মানুষ। 'তানক্বীহুল ফাতাওয়াল হামদিয়্যিা'-তে (৭/৪৩১) এসছে: "টীকা: সাধারণ মানুষরে কাজ হলো ফকিাহবদিদরে অভমিতকে আঁকড়ে ধরা এবং তাদরে কথ ও কাজরে অনুসরণ করা...। সাধারণ ব্যক্তরি পূর্ববর্তীদরে অভমিতগুলো থকেে নর্িবাচন করার অধকিার নইে। তবে সমকালীন আলমেদরে অভমিতগুলো থকেে সে নর্িবাচন করতে পারনে যদি সমকালীন আলমেরা সবাই ইলম, সত্যবাদতিা ও আমানতদারতিাতে সমমানরে হয়। যে ব্যক্তি নতুন কোন মাসয়ালার মুখোমুখি হয়ছেনে এবং তার যামানার আলমেগণ তাকে সাহাবীদরে অভমিতগুলো জানাল সইে অজ্ঞ ব্যক্তরি তাদরে অভমিতগুলো থকেে কোন একটকিে নর্িবাচন করার অধকিার থাকব না; যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন আলমে দললিরে ভত্তিতিে তার জন্য নর্িবাচন করে দনে।"[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে: "মানুষরে স্তরভদে রয়ছেে। তাদরে মধ্যে কউে ইজতহিাদরে স্তর। কউে এর নীচ। তাদরে মধ্যে কউে কোন এক মাসয়ালার ক্ষত্রেে মুজতাহদি, এই মাসয়ালার খুঁটনিাটি জান, গবষেণা করতে পার, সত্য উদঘাটন করতে পার; কন্তিু অন্য মাসয়ালায় পারে না। তাদরে মধ্যে কউে আছে কছিুই জানে না। তাই সাধারণ মানুষরে মাযহাব হচ্ছে তাদরে আলমেদরে মাযহাব। এ কারণে কোন ব্যক্তি যদি আমাদরেকে বলে য, অবশ্যই আমি সগিারটে খাব। যহেতেু অন্য মুসলমি দশেে এমন ব্যক্তি আছনে যনিি বলনে: সগিারটে খাওয়া জায়যে। আমার তাকলীদ করার অধকিার আছ। আমরা তাকে বলব: আপনি এটি করতে পারনে না। কারণ আপনার উপর আবশ্যক তাকলীদ করা। আপনার দশেরে আলমেগণরে তাকলীদ করার অধকিার অগ্রগণ্য। যদি আপনি অন্য দশেরে কারো তাকলীদ করনে তাহলে এমন বষিয়রে ক্ষত্রেে বশিৃঙ্খলা হবে যাতে কোন শরয়ি দললি নইে। যদি কউে বলে য, সে দাঁড়ি ফলেে দবি। কনেনা কোন কোন দশেরে আলমেগণ বলনে: এতে কোন অসুবধিা নইে। আমরা বলব: এটা হতে পারে না। আপনার কর্তব্য তাকলীদ করা। আপনি আপনার দশেরে আলমেদরে সাথে মতভদে করতে

পারনে না। কউে যদি বলে আমি নকেকোরদরে কবররে চতুর্দকিে তাওয়াফ করতে চাই। কনেনা কোন কোন দশেরে আলমে বলনে: এতে অসুবধিা নইে। কংিবা বল: আমি তাদরে ওসলিা দয়িে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতে চাই। কংিবা এ জাতীয় কোন কথা। আমরা বলব: এটি হতে পারে না। সাধারণ মানুষরে দায়ত্বি তার দশেরে নর্িভরযোগ্য আলমেদরে তাকলীদ করা; যাদরে প্রতি তার আস্থা হয়। এটি আমাদরে শাইখ আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রহঃ) উল্লখে করছেনে। তনিি বলনে: সাধারণ মানুষ তাদরে দশেরে বাইররে আলমেদরে তাকলীদ করবে না। কনেনা এর ফলে বশিৃঙ্খলা ও বভিদে ঘটব। যদি কউে বল: আমি উটরে গোশত খয়েে ওযু করব না। কনেনা কোন কোন দশেরে আলমেগণ বলনে: উটরে গোশত খয়েে ওযু করা ওয়াজবি নয়। আমরা বলব: এটি হতে পারে না। ওযু করা আপনার উপর আবশ্যক। কনেনা এটি আপনার মাযহাবরে আলমেদরে মাযহাব। আপনি যাদরে মুকাল্লদি (তাকলীদ করনে)।"[লকিাআতুল বাব আল-মাফতুহ (১৯/৩২)]

তনিি আরও বলনে: "আর সাধারণ মানুষকে স্থানীয় আলমেগণরে অভমিত মানতে বাধ্য করা হব; যাতে করে সাধারণ মানুষ বশিৃঙ্খল না হয়। কনেনা আমরা যদি সাধারণ মানুষকে বলি: আপনি যে কোন অভমিত পান না কনে সটো গ্রহণ করতে পারনে তাহলে এই উম্মত এক উম্মত থাকবে না। এ কারণে আমাদরে শাইখ আব্দুর রহমান সা'দী বলনে: 'সাধারণ মানুষরে মাযহাব তাদরে আলমেগণরে মাযহাব। উদাহরণতঃ আমাদরে এখানে সৌদি আরবে নারীর ওপর মুখ ঢাকা ওয়াজবি। আমরা আমাদরে নারীদরেকে তা করতে বাধ্য করব। যদি আমাদরেকে কোন নারী বলে যে, আমি অমুক মাযহাবরে অনুসরণ করব। সে মাযহাবে মুখ খোলা জায়যে। আমরা বলব: আপনার সটো করার অধকিার নইে। কনেনা আপনি সাধারণ মানুষ। আপনি ইজতহিাদরে স্তরে পৌঁছনেনি। আপনি সইে মাযহাব অনুসরণ করতে ইচ্ছুক যহেতেু সটো ছাড়। এভাবে ছাড় খুঁজে খুঁজে আমল করা হারাম। তবে কোন আলমেরে ইজতহিাদ (ফকিহী গবষেণা)-এর ফলাফল যদি এটা হয় য, নারীর চহোরা খোলা রাখা; তাহলে এতে কোন অসুবধিা নইে। তনিি যদি বলনে: আমি আমার নারীর চহোরা খোলা রাখব। সক্ষেত্রে আমরা বলব: এতে অসুবধিা নাই। তবে তনিি এমন দশেে তার স্ত্রীর চহোরা খোলা রাখতে দবিনে না যইে দশেরে নারীরা মুখ ঢকেে চল। এটি তাকে করতে দয়ো হবে না। কারণ তনিি অন্যকে নষ্ট করবনে। কারণ এই মাসয়ালায় মুখ ঢাকা য উত্তম এতে সবাই একমত। মুখ ঢাকা যদি উত্তম হয় আর আমরা যদি তাকে উত্তমটি করতে বাধ্য করি তাহলে আমরা তাকে তার মাযহাব অনুযায়ী হারাম কছিু করতে বাধ্য করলাম না। বরং আমরা তাকে তার মাযহাব অনুযায়ী উত্তমটি করতে বাধ্য করলাম। এবং অন্য আরকেটি কারণে বাধ্য করলাম সটো হলো যাতে করে এই রক্ষণশীল দশেরে অন্য কউে তার তাকলীদ না কর। অন্যথায় বভিদে হবে এবং ঐক্য নষ্ট হব। পক্ষান্তরে তনিি যদি তার দশেে ফরিে যান আমরা তাকে আমাদরে অভমিত মানতে বাধ্য করব না; যহেতেু মাসয়ালাটি ইজতহিাদযোগ্য, এই মাসয়ালার দললিগুলো পর্যালোচনা করা ও প্রাধান্য দয়োর অবকাশ রয়ছে।"[লক্বিাআতুল বাব আল-মাফতুহ (১৯/৩২)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।